UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 45 ❑ 25 Jan., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

গরু পাচার নিয়ে গোলমালে মৃত বাংলাদেশী জওয়ান

বুধবার সকালে দেহ ফেরালো বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সীমান্তে গরু পাচারে বাঁধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএসএফের সঙ্গে গোলমালে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয় বাংলাদেশী এক জাওয়ানের।

সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ বাঁশঘাটা সীমান্তের কাছে সোমবার ভোরে গরু পাচার করছিল পাচারকারীদের একটি দল। দেখতে পেয়ে বিএসএফ তাদের থামতে বলে। অভিযোগ, তারা থামেনি। উল্টে বিএসএফকে চ্যালেঞ্জ করে। আত্মরক্ষায় বিএসএফ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। একজনের গায়ে গুলি লাগে। তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। প্রথম অবস্থায় তার নাম পরিচয় জানা যায় না। এরপর বিএসএফের পক্ষ থেকে বনগাঁ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং পুলিশ বাকি পাচারকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের তরফে নিহত ব্যক্তি বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান দাবি করা হয়। দু দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্তাদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং করা হয়। তারপরই মৃত ব্যক্তির পরিচয় সামনে আসে। বুধবার সকালে বিএসএফ জওয়ানদের কাঁধে করে সীমান্তে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশী জওয়ানের কফিন বন্দি দেহ। বনগাঁর সুটিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে দেহটি তুলে দেওয়া হয়। মৃতের নাম মোহাম্মদ রইসউদ্দিন। বাড়ি বাংলাদেশের শিবগঞ্জ উপজেলায়। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের বেনাপোলের জেলেপাড়া পোস্টে কর্মরত ছিল। গরু পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি জওয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের অভিযোগ এনে একাধিকবার সরব হয়েছেন সীমান্ত এলাকার কৃষক সহ গ্রামের বাসিন্দারা। পাচারকারীরা সীমান্তের তারকাঁটা হীন এলাকা দিয়ে ভারতীয় জওয়ানদের চোখ এড়িয়ে বিভিন্ন কৌশলে গরু পাচারের চেষ্টা চালিয়ে যায়। ঘটনার পর গরু পাচার বন্ধে আরো বেশি তৎপর হবে প্রশাসন বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

মোদী ক্ষমতায় এলে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন মতুয়ারা, মমতা ঠাকুর

প্রতিনিধি ঃ ভোট আসলেই বিজেপি নাগরিকত্বর টোপ দেয়। প্রয়োজনে এবার নিঃশর্ত নাগরিকত্বের জন্য আমরা দিল্লিতে গিয়ে আমরণ অনশনে বসব। রবিবার বনগাঁয় বনগাঁ মহকুমা মতুয়া মহাসম্মেলনে যোগ দিয়ে নাগরিকত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন বনগাঁ লোকসভায় প্রাক্তন সাংসদ তথা মতুয়া মহা সঙ্ঘের সংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে কুলাঙ্গার বলেও এ দিন সমালোচনা করেন।

এদিন মতুয়া ধর্মের প্রাণপুরুষ ঠাকুর হরিচাঁদের জন্মতিথি উপলক্ষে বনগাঁয় ধর্ম সম্মেলন এর আয়োজন করা হয়েছিল। মতুয়া দলপতি গোসাইরা ডঙ্কা নিশান হাতে নিয়ে বনগাঁ শহর পরিক্রমা করেন। তাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে পরিক্রমা শেষে মমতা ঠাকুর বলেন, ভোট আসলেই বিজেপি নাগরিকত্বর টোপ দেয়। দরকার হলে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের জন্য আমরা দিল্লিতে গিয়ে অনশনে বসব।"

শান্তনু ঠাকুরকে কুলাঙ্গার আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, মতুয়া ধর্মের গোসাই পাগলদের মিথ্যা কথা বলে ইভিএম চুরি করে ,হ্যাক করে গত লোকসভায় জিতেছে। নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বিগত পাঁচ বছরে নাগরিকত্ব দিতে পারেনি শান্তনু ও তার দল। তার মতন কুলাঙ্গার এই মতুয়া ধর্ম ধ্বংস করার মত আর কেউ নেই। তৃতীয় পাতায়...

তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে ইডির হুমকি বিজেপি নেতার

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস কে এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির হুমকি দিলেন বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল। শুক্রবার রাতে বনগাঁ শহরে বিকশিত ভারত সংকল্প সভা করে বিজেপি। সেখানে দেবদাস নিজের ভাষণে বিশ্বজিৎ বাবু সম্পর্কে তীর দাগেন। দেবদাস বাবুর কথায়, বনগাঁর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যর বাড়িতে যেদিন ইডি তল্লাশি করেছিল সেদিন তৃণমূলের জেলা সভাপতি নিজের বাড়িতে থাকা গাড়িগুলি সরিয়ে ফেলেছেন। কিছু সরিয়ে লাভ হবে না। ইডি এমন একটা জিনিস, পাতাল খুঁড়ে বের করে নিয়ে আসবে। দেবদাস বাবু এদিন বিশ্বজিৎ বাবুর বাড়ি এবং মন্দিরের ছবি দেখিয়ে অভিযোগ করেন, বাড়ি মন্দির করতে খরচ হয়েছে কয়েক কোটি টাকা। এই টাকার উৎস কি? বিশ্বজিৎ বাবুর পাশাপাশি দেবদাস এদিন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নারায়ণ ঘোষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন, দেবদাস বাবুর কথায়। উনি ভগবানের নামে তোলাবাজি শুরু করেছেন। এ বিষয়ে নারায়ণ বাবু কোন মন্তব্য করতে চাননি। বিশ্বজিৎবাবু বলেন, রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে বিজেপি নেতারা কুৎসা করছে। এই মন্তব্যের কোন জবাব দেব না।

ভরাবাজারে ছাদের চাঙড় খসে জখম ক্রেতা বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভরসন্ধ্যায় মাছের বাজারে ছাদের চাঙড় খসে গুরুতর জখম হলেন ক্রেতা বিক্রেতা সহ দুইজন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার ট বাজারে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, এদিন তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে সবে। বাজার ভর্তি ক্রেতাদের ভিড়। আর সেই ভিড় বাজারেই হঠাৎ মাছ বাজারের ছাদের চাঙড় খসে পড়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাথায়। চাঙড়ের কংক্রীটের আঘাতে জখম হন দুজনেই। এরপর উদ্ধার করে জখম দুই ব্যক্তিকেই নিয়ে যাওয়া হয় বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে। মাছ বিক্রেতাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিল্ডিংয়ের খারাপ অবস্থা। বারংবার পৌরসভাকে জানানো সত্ত্বেও কোন সুরাহ হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। বিল্ডিং এর ছাদ ও দেয়ালের অবস্থা আরও খারাপ। বেশ কয়েক বছর ধরেই আতঙ্কে বাজারে যাবতীয় ব্যবসায়ীরা। ট বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রবীন দত্ত জানান, পৌরসভাকে চিঠি করে জানানো হয়েছিল। পুরো বিল্ডিংয়ের খুব খারাপ অবস্থা। এখনই সংস্কার প্রয়োজন।

সীমান্তে ৩.১০ কোটি টাকার সোনা সহ ধৃত ১

প্রতিনিধি ঃ ইছামতী নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনার ইট ও বিস্কুট পাচারের সময় এক পাচারকারীকে ধরে ফেলল বিএসএফ। উদ্ধার হল প্রায় তিন কোটি টাকার সোনা। ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার বাংলাদেশ সীমান্তের হালদারপাড়া এলাকায়। তৃতীয় পাতায়...

বৃদ্ধ টোটো চালকের ঝুলিতে এক কোটির লটারি

প্রতিনিধি ঃ রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগের দিনই ধনপ্রাপ্তি বৃদ্ধ টোটো চালকের। বনগাঁ চাঁপাবেড়িয়ার বাসিন্দা বিমল বিশ্বাস। জীবনের দীর্ঘ দারিদ্রতার তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
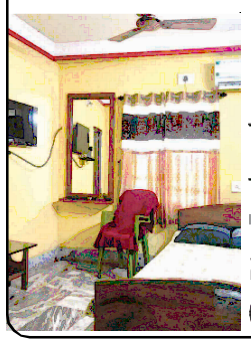
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৪৫ ❐ ২৫ জানুয়ারী, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

বিসর্জিত নীতিবোধ

মানুষ যাবে কোথায়! কাকে বিশ্বাস করবে! বিশ্বাস তো কখনো কাউকে করতেই হবে, নইলে বেঁচে থাকার মানে কী! সমাজ বদলায়। বদলায় মানুষ। পরিবর্তন হয় সমাজ-মানসিকতার। আজ একদিকে কিছু মানুষের বিপুল ঐশ্বর্য বিলাস, অন্যদিকে অসংখ্য মানুষের দারিদ্র, বঞ্চনা ও শোষণের জ্বালা। একদিকে সভ্যতার উজ্জ্বল চিত্র, অন্যদিকে দূর বিস্তৃত জমাট অন্ধকার। আজও মানুষের প্রতিকার হীন বিচারের বাণী, নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আজ ধর্মে ধর্মে বিভেদের প্রাচীর। সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিঃশ্বাসে, জাত-পাতের বজ্জাতি, যুদ্ধের মহড়া, অশুভ বুদ্ধিরই আজ আধিক্য। এইরকম ডামাডোলে সমাজের কোণায় কোণায় ছেয়ে গেছে দুর্নীতি।

দুর্নীতির সমাজ বললে অত্যুক্তি হয় না। আর বলব নাই বা কেন! শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, প্রাণীতে দুর্নীতি, কয়লায় দুর্নীতি, রেশনের দুর্নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে দুর্নীতি, আর কত বলব! এরপর ভেজাল আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বললে তো সামান্য এইটুকু অংশে ফুরোবে না। এরকম অন্ধকার সময় সমাজে আগে ছিল না। কম্বলের লোম বাছলে যেমন কম্বলের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনই সমস্ত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের মহলকে যদি ধরা হয় তাহলে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। তবুও বলব মানুষ আজ জীবনে বিশ্বাস হারায়নি, এখনও বিশ্বাস করে হিংসায় উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকে প্রেমের দেবতার অভিষেক হবে। মনুষ্যত্বের মহিমাকে হারালে তার যে আর কিছুই থাকেনা। তাই এখন মানুষকে প্রকৃত সৎ হতে হবে, দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে। আপামর মানুষ তাকিয়ে থাকে প্রতিনিধিত্বকারী মানুষের দিকে, তাই যতদিন না পর্যন্ত নির্লোভ ও সৎ মানসিকতায় কেউ না ফিরছেন, ততদিন দুর্নীতি সমাজ থেকে মুছবে না। মনে রাখা উচিত, দেশবাসী নির্বাচিত করে আপনাদের পাঠিয়েছেন, তাই মানুষের প্রতি একটু দয়াশীল হোন, নইলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

'ছাদেআহ্লাদে চিলেকোঠার রূপকথা...' গান, গল্প, কবিতা ও আলোর সন্ধ্যা।
ব-কলমে আয়োজিত ছাদে আহ্লাদে ২০২৪। ছবি ও তথ্য ঃ সায়ন ঘোষ

আশার আলোর পুস্তক প্রদান চাঁদপাড়া বালিকায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিদ্যালয়ের দুস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিল জেলার অন্যতম সমাজ সেবি সংস্থা আশার আলো (The Hope)। গত ১৩ জানুয়ারি গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রেনির ছাত্রী তানিশা চক্রবর্তী।

স্বামাজী স্মরণ অনুষ্ঠান শেষে আশার আলো সংগঠনের সদস্যগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের হাত দিয়ে দুস্থ মেধাবী ছাত্রীদের হাতে পাঠ্য পুস্তক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিদ্যালয়ের ভার প্রাপ্ত শিক্ষিকা মুনমুন বিশ্বাস স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন দি হোপ এর সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা আশার আলোর অন্যতম কর্ণধার তারক মুখার্জী জানান, বিগত কয়েক বছর যাবৎ তারা বিভিন্ন স্কুলের দুস্থ মেধাবী পড়ায়াদের পড়ালেখার জন্য শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করে চলেছেন।

শুধু তাই নয়, অতিমারী করোনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও তাঁরা সাহায্যের ডালি নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ব্লক পুষ্প ও কৃষি মেলায় পুরস্কার প্রদান কৃষি আধিকারিক প্রত্যুষা বক্সীর

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫ জানুয়ারি ঠাকুরনগরে অনুষ্ঠিত গাইঘাটা ব্লক পুষ্প কৃষি ও শিল্প মেলা উপলক্ষে ঠাকুরনগরে আসেন ব্লকের কৃষি আধিকারিক প্রত্যুষা বক্সী। মেলা কমিটির সভাপতি গোবিন্দ ঘটক তাঁকে স্বাগত জানান এবং মেলা প্রাঙ্গনের বিভিন্ন স্টল এবং এলেকার কৃষকদের ফুল ও কৃষি পন্য ঘুরিয়ে দেখান। এরপর মঞ্চে এসে তিনি তাঁর বক্তব্যে দীর্ঘ ২২ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত মেলার উদ্যোক্তাদের মহতী উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনে এই মেলার আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। এরপর কৃষি আধিকারিক শ্রীমতী বক্সী ৩৩ কেজি ওজনের কুমড়ো, ২২ ফুট উচ্চতার আখ উৎপাদনকারী কৃষকের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সেই সঙ্গে মেলা কামিটি প্রদত্ত কৃষি সরঞ্জাম কোদাল দুজন কৃষকের হাতে তুলে দিয়ে কমিটির আয়োজিত কোদাল প্রদান কর্মসূচীর সূচনা করেন।

ভ্রমণ

কানছা-দার দেশ নেপাল

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

চিতওয়ান থেকে সন্ধ্যা আটটা নাগাদ আমরা লুম্বিনী পৌঁছালাম। লুম্বিনী ভগবান গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। এই কারণে বুদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে লুম্বিনী তীর্থক্ষেত্র।

হোটেলে পৌঁছানোর আগেই একটা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করলাম। জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান করতো ওই রাজবাড়ী। বেশ বড় সড় রাজবাড়ি ছিল বোঝা যায়। যে ঘরে মায়া দেবী গৌতম বুদ্ধকে জন্মদান করেন তা চিহ্নিত করা আছে। গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৬২৬ থেকে ৫৪৩ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

লুম্বিনীতে গৌতম বুদ্ধ ২৯ বছর পর্যন্ত থেকে ছিলেন। এখানে লুম্বিনী ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রয়েছে একটি পবিত্র পুকুর। যার জল এখনও চকচকে। শোনা যায় মায়া দেবী বুদ্ধদেবের জন্মের আগে প্রথাগত স্নান করেছিলেন এই পবিত্র পুকুরে। রাতে তবুও সব খোলা। বিদ্যুতের আলোয় সব দেখলাম। রাজ বাড়ির এক পাশে ধর্মীয় আলোচনা হচ্ছে। চারিদিক প্রচুর প্রদীপ জ্বলছে। ১৯ ৯৭ সালে ইউনেস্কো লুম্বিনীকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এর অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমানে লুম্বিনী নেপালের রূপান্দি জেলায় অবস্থিত। সেই বিখ্যাত বোধিবৃক্ষ দেখলাম, যেখানে গৌতমবুদ্ধ সিদ্ধি লাভের পর প্রথম পায়েস ভক্ষণ করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সঠিক জন্মস্থান আলোক স্তম্ভে লিখিত। অনুশাসন রয়েছে, শান্তি চিরন্তন শিখা। ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন, সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২৫৯ অব্দে স্তম্ভটি নির্মাণ করেন লুম্বিনি গ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। এটির স্থাপনা ১৮৯৬ সালে। এই সন্ধান পাওয়ার পর পর্যটকদের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এতে চারটি ঘোড়ার আদলে তৈরি একটি স্তম্ভ রয়েছে।

সন্ধ্যা প্রায় ৬ঃ৩০; হবে চারিদিকে আলো জ্বলছে। হাজার হলেও গৌতম বুদ্ধের বাবার রাজত্ব তো। রাজবাড়ির কিছুই নেই, যা রয়েছে তা হল ভীত! আর কল্পনা করা যায় কতটা ফাঁকা জায়গা এবং কতখানি জঙ্গল এখানে ছিল। তখন এখানে নিশ্চয়ই বাঘ ভাল্লুকের বাস ছিল। কল্পনার গভীরে প্রবেশ করি, দেখতে পেলাম সেই বোধিবৃক্ষ। যেখানে গৌতম বুদ্ধ সাধনায় পূর্ণ লাভ করে প্রথম পায়েস ভক্ষণ করেন। সন্ধ্যা তাই খালি পায়ে হাঁটতে খুব একটা কষ্ট হয়নি। যেখানে জুতো রাখা হয়, সেখান থেকে অন্তত হাফ কিলোমিটার গেলে তবে রাজবাড়ী পড়ে। সুতরাং দিনের বেলায় এখানে খুব কষ্ট হবে বলেই মনে হয়। এখান থেকে আমাদের থাকার হোটেল ১৮ কিলোমিটার দূরে। আবার রওনা হলাম আমাদের আস্তানা মহাদেব হোটেলে। সকাল থেকে জার্নি সুতরাং সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঝা চকচকে হোটেল লিফটে বারো জন চড়া যায়। আমরা দোতলায় ঘর পাই। যে যার ঘরে প্রবেশ করি। রাত দশটা নাগাদ খাবারের জন্য ডাকতে আসে। বেশ ঠান্ডা মনে হচ্ছে। ঘরের থেকে আর বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন নেই। তবুও খেতে হবে তাই নিচে ডাইনিং হলে আসলাম।

পরের দিন সকাল ৮টায় কাঠমান্ডু যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ১৮ কি.মি দূরে আমরা এলাম বিভিন্ন প্যাগোডা দেখতে। বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ

বিভিন্ন দেশ থেকে প্যাগোডা তৈরি করে রেখেছে বুদ্ধের জন্মস্থানে। প্রথমে আমরা গেলাম চীনের তৈরি প্যাগোডাতে। এটি একাধারে মন্দির আবার অন্যদিকে প্যাগোডা। প্রার্থনা কক্ষ, মেডিটেশন সেল হিসেবে অভিহিত করা হয়। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ ছাড়া অনেক সংস্কৃতিবান মানুষও দেখতে আসেন। এই প্যাগোডাটি ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া, জার্মানি, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য দেশ যৌথভাবে তৈরি করে। লুম্বিনীতে বিভিন্ন দেশ থেকে এসে প্যাগোডা তৈরি করেছে, যা দেখে

শেষ করা যায় না। স্থানীয় মানুষেরা জার্মানির প্যাগোডাকে সেরা বলে মনে করেন। আমাদের বিচারে থাইল্যান্ডের তৈরি প্যাগোডাই সেরা হিসেবে গণ্য হলো। একদম সাদা প্যাগোডা, খুব সুন্দর দেখতে। লুম্বিনী মিউজিয়াম বিশ্বের মানুষের জন্য গৌতম বুদ্ধের ছবি ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র লুম্বিনী মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বুদ্ধের আবাসস্থল হিসাবে এই মিউজিয়ামে অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও হিন্দু সন্ন্যাসী ভ্রমণ করেন। লুম্বিনী থেকে সকাল ন'টায় আমরা আবার বেরিয়ে আসি। অনেকের আবদার ছিল গৌতম বুদ্ধের জন্মভিটা আরেকবার দেখার। নারায়ণ বাবু এই আবদার রাখলেন। রাত্রিবেলায় ভালো করে অনেকেই দেখতে পারেনি। আমরা টোটো ভাড়া করে প্রায় দশটি মতো বিভিন্ন দেশের তৈরি প্যাগোডা দেখি। এখানে লোক সংখ্যা বেশ কম। আমরা আবার আমাদের গাড়িতে এসে বসলাম। এখানেই আমাদের ব্রেকফাস্ট দেওয়া হল। এখন আমরা যাব কাঠমান্ডুতে লুম্বিনী থেকে কাঠমান্ডুর দূরত্ব ২৮২ কিলোমিটার। লুম্বিনীতে আমরা মাত্র একদিন ছিলাম। আরো বেশ কদিন থাকলে সব কিছু সুন্দর ভাবে দেখা যায়। অনেক কিছুই অপূর্ণ রইল। .... চলবে

তৃণমূলের সংহতি মিছিল

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২২ জানুয়ারি দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা রাজ্যে সংহতি ও সম্প্রীতি মিছিল সংগঠিত করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীগণ। এদিন শহর কলকাতায় সম্প্রীতি মিছিল করেন দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপরাহ্নে গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়ায় সংহতি মিছিল করে তৃণমূল নেতা ও কর্মীগণ। দলের গাইঘাটা ব্লক-২ সভাপতি ও শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাসের আহ্বানে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মী সমর্থকগণ চাঁদপাড়ায় দলীয় কার্যালয়ে এসে সংহতি ও সম্প্রীতি মিছিলে অংশ নেন। সহস্রাধিক মানুষের এক বর্ণাঢ্য মিছিল জাতীয় সড়ক যশোর রোড ধরে এসে চাঁদপাড়া বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন দলের বর্ষিয়ান নেতা ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি গোবিন্দ দাস, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠিত তুলি ছন্দের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৪ জানুয়ারি সকালে কচি কাঁচাদের এক বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে চাঁদপাড়ার অন্যতম বাস স্ট্যান্ড পার্শ্বস্থ চত্বরে সাড়ম্বরে শুরু হয় চাঁদপাড়ার অন্যতম অংকন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তুলি ছন্দের পঞ্চম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রথিতযশা চিত্র শিল্পী দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুন্ডু, সংস্কৃতি প্রেমী মানিক চক্রবর্তী, অনুপ দত্ত সহ বহু বিশিষ্টজন। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ট অংকন শিক্ষিকা রনিতা সাহা সকলকে স্বাগত জানান।

মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত আর্ট ওয়ার্কশপে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ অংশ গ্রহন করে। অপরাহ্নে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ সংগীত অবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। সন্ধ্যায় কলকাতার উজান লোকগানের দলের মনোজ্ঞ লোক সংগীতের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সংস্কৃতি ও সংগীত প্রেমী সুব্রত নট্ট, অনুপ দত্ত প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে দিনভর আয়োজিত তুলি ছন্দের ৫ম বার্ষিক অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠান অঙ্গনে বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনীয় মূর্তি এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণের অংকন ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী সমবেত সুধীজনের প্রশংসা লাভ করে।

সাড়ম্বরে পালিত হল আরেক থিয়েটার-এর পঞ্চম বর্ষের নাট্যমেলা

সংবাদদাতা ঃ অসম্ভবের দ্রাঘিমায় পেরিয়ে যাব দিগন্ত— এই ট্যাগলাইনকে হাতিয়ার করে এবারের পঞ্চম বর্ষ নাট্যমেলা আয়োজন করলো আরেক থিয়েটার। নাট্যমেলায় উৎসাহী নাট্যপ্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিবারের মতো বাইরের সাজসজ্জা ছিল খুব সুন্দর।

২০২৪ সালের নাট্যমেলা ছিল কুড়ি এবং একুশে জানুয়ারি। উদ্বোধক ছিলেন আশিস চট্টোপাধ্যায়। দীপা ব্রহ্মের নামে এবার মঞ্চ করা হয়েছিল। প্রথম দিন মোট তিনটি নাটক ছিল। সন্ধ্যে ছটায় গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন প্রযোজিত তারাপ্রসন্নের কীর্তি, নির্দেশক আশীষ চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যে সাতটায় বাগনান আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত নাটক সাঁঝবাতি ও মাদারীর গান, নির্দেশক সান্তনু ঘোষ। দিনের শেষ নাটক রাত আটটায় গোবরাপুর আরেক থিয়েটার প্রযোজিত নীরেনবাবু রাখতে বারণ করেছেন, নির্দেশক সুকান্ত শর্মা। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শেষ দিন সন্ধ্যে ছটায় গোবরাপুর আরেক থিয়েটার প্রযোজিত আলো আঁধারের, নির্দেশক সুকান্ত শর্মা। সন্ধ্যা ৭ টায় অন্য চুপ কথা প্রযোজনা গোঁসাইপুরে ফেলুদা, নির্দেশক বিদ্যুৎ শঙ্কর বিশ্বাস। রাত আটটায় শেষ নাটক গোবরাপুর আরেক থিয়েটার প্রযোজিত শব্দটি অভিধানে নেই, এর নির্দেশক সুকান্ত শর্মা।

দলের গুরু সুকান্ত শর্মা বলেন, ভবিষ্যতে আমরা নাটক নিয়ে আরও বেশি থাকতে চাই এবং জনগণের মধ্যে নাট্য আন্দোলনকে প্রসারিত করতে চাই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এখন মোবাইলমুখী জনতাকে নাটকমুখী করতে চাই। নতুন প্রজন্মের সামনে নাটককে একটা উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরতে চাই। তাঁর অনুরোধ, আপনারা সকলে শামিল হন আমাদের নাট্যচর্চার মধ্যে।

চাঁদপাড়ার দীঘায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত গ্রামশ্রী লোক উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার দীঘা বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত গ্রামশ্রী লোক উৎসব মহা সমারোহ অনুষ্ঠিত হল গত ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি। দীঘা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গ লদীপ প্রজ্জ্বোলন করে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত লোক উৎসবের সূচনা করেন ব্রহ্মচারিনী অসীমা মাতাজী। জাতীয় যুব সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও বিদ্যাসাগর ও যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা আর্পন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক চম্পক সরকার। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক বর্ষিয়ান বিমল কৃষ্ণ ঘোষ গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ- প্রধান লক্ষ্মী ঘোষ, গ্রামবাসী সন্তোষ ঘোষ, বংশীলাল দাস ও সমাজ সেবি সংস্থা বেডস্ এর রাজ্য সম্পাদক শেখ সাজাহান প্রমুখ সংগঠনের সম্পাদক ত্রিদীব মণ্ডল সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান সদস্যগণ সকলকে উত্তরীয় ও

পুষ্পস্তবকে বরন করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সুস্থ্যসংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে উদ্যোক্তাদের মহতী প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। সংস্থার সদস্যগণের উদ্বোধনী নৃত্য ও পুরুলিয়া জেলা থেকে আগত শিল্পীগণের ছৌ নৃত্যের প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তোলে।

দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে লোক সংগীত, ছড়ার গান, যেমন খুশি সাজো ছাড়াও ছিল অংকন ও যোগাসন প্রতিযোগিতা। ছিল স্থানীয় শিল্পী সহ পূরবীমেঘ নৃত্য সংস্থার নৃত্য শিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান। পুরুলিয়ার ছৌনাচ এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রাজু দেবনাথের লোকগানের অনুষ্ঠান। এছাড়াও ছিল বিনাব্যয়ে চিকিৎসা শিবির ও দুস্থ মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীদের পুস্তক প্রদান। নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবারের গ্রামশ্রী লোক উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

কিশলয় সংঘের নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদযাপন

সংবাদদাতা ঃ মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১৬৮ তম জন্মজয়ন্তী বিগত বছর গুলির মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদযাপন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘ। বেলা ৯টায় ক্লাব অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। ক্লাব পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদক আশিষ দাস। উপস্থিত সকলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নেতাজী সুভাষের জীবন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও তাঁর আদর্শের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক, শিক্ষক রত্নেশ্বর মণ্ডল ও সাগর রায়ের সুচারু পরিচালনায় কিশলয় সংঘ আয়োজিত এদিনের নেতাজী জন্মোৎসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

কোটি টাকার সোনা সহ ধৃত ১

প্রথমপাতার পর...

বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃতের নাম প্রসেনজিৎ হালদার। বাড়ি গাইঘাটার হালদারপাড়া এলাকায়। তাঁর কাছ থেকে দুটি আস্ত সোনার ইট ও ৩০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়।

উদ্ধার হওয়া সোনার ওজন প্রায় ৫ কিলোগ্রাম, যার বাজার মূল্য প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। রবিবার রাতে গাইঘাটা থানার ভারত বাংলাদেশের আংরাইল সীমান্তে ইছামতী নদী সাঁতরে জনৈক এক বাংলাদেশি ওই সোনার ইট ও বিস্কুটগুলি এ পারে দিয়ে যায়। এরপর ধৃত ওই পাচার হওয়া সোনার টোপলা নিয়ে পালানোর সময় জওয়ানরা তাকে ধরে ফেলে। ধৃত পাচারকারি ও উদ্ধার হওয়া সোনা ডি আর আইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বিএসএফের তরফে।

ঝুলিতে এক কোটির লটারি

প্রথমপাতার পর...

টানাপোড়েনের বাকি জীবনটা একটু ভালোভাবে কাটবে বলে জানালেন বৃদ্ধ বিমল বিশ্বাস।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় দশ বছরেরও বেশি বাসের ড্রাইভারি করে ছেলে ও মেয়েকে মানুষ করেছেন। তবে বয়েস ও চোখের সমস্যার জন্য ড্রাইভারি ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে টোটো চালিয়ে কোনমতে সংসারের হাল ধরে রেখেছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে টিকিট কাটতেন। টিনের ছাউনিতে পরিবারকে নিয়ে থাকতেন তিনি।

রবিবার সন্ধ্যার টিকিট মিলিয়ে দেখেন, কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বলেন, এবার নিজের চিকিৎসা করব, পাকা বাড়ি তৈরি করব।

সার্থক ঠাকুরনগরের কলাভূমি উৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ ঠাকুরনগর খেলার মাঠে গত ১৯-২১ জানুয়ারি মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বার্ষিক কলাভূমি উৎসব। ১৯ তারিখ সন্ধ্যায়, তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধন করেন বনগাঁ দক্ষিণের ভূতপূর্ব বিধায়ক সংস্কৃতি প্রেমী সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। সংস্থার কর্নধার বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বনিক সকলকে স্বাগত জানান। কলাভূমির সদস্য নৃত্যশিল্পীগণ বিশিষ্টগণ বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরন করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে নৃত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ঠাকুরনগর কলাভূমি ও নৃত্য প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বনিক এর মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কলাভূমি উৎসবে সংস্থার ছোট বড় নৃত্যশিল্পীগণ পরিবেশিত নৃত্য শৈলী সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে আগুনের এই পরশ মনি সংগীতে সাথে নৃত্য শিক্ষক কৃষ্ণ বনিক পরিবেশিত উদ্বোধনী নৃত্য এবং তাঁরই নির্দেশনায় পরিবেশিত শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী কল্পক উপস্থিত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। বর্ষিয়ান নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যশিক্ষক পুলক আদিত্য পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান এবং প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অপূর্ব লাল গাইন পরিবেশিত ও গঙ্গা তুমি বইছো কেন সংগীতের সাথে নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক সাধারনের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়।

উৎসবে স্বনামখ্যাত আবৃত্তিকার বাবুলাল সরকার এবং বিশিষ্ট যোগ প্রশিক্ষক গণেশ পালের যোগ শিক্ষার্থীদের যোগ প্রদর্শন উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। শেষ দিনে কৃষ্ণ বনিক ও অপূর্ব লাল গাইনের প্রশংসা লাভ করে। শেষ দিন কৃষ্ণ বনিক ও অপূর্ব লাল গাইনের নির্দেশনায় কলাভূমির শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত নৃত্য নাট্য হিংসুটে দৈত্য সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এছাড়াও ছিল নৃত্য শিক্ষক অপূর্ব ও কৃষ্ণের নির্দেশনায় সংস্থার নৃত্য শিল্পীদের পরিবেশনায় কবি শুকচাঁদ সরকারের কবিতা অবলম্বনে নৃত্য আলেখ্য কালো মেয়ে সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

২নং রেলগেট যুবগোষ্ঠীর পরিচালনায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছবি ঃ সায়ন ঘোষ

ক্ষতিগ্রস্থ হবেন মতুয়ারা

প্রথমপাতার পর...

মমতা ঠাকুর গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এবারও কি তিনি বনগাঁ লোকসভায় তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন? সে প্রশ্নে তিনি বলেন , দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি তা মাথা পেতে নেবেন। তবে লোকসভার আসনে তাকে প্রার্থী করা হলে জেতার ব্যাপারে তিনি একশো শতাংশ আশাবাদী। মমতা ঠাকুরের বক্তব্যের বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, অজ্ঞান ব্যক্তিদের কখনো চোখ খোলানো যায় না, মস্তিষ্ক খোলানো যায় না। ভোটের আগে দিল্লি যাবার জন্য চেঁচামেচি শুরু করেছে। টিকিট উনি পাবেন। উনি কুলাঙ্গার বললেন আমি, একসেপ্ট করলাম। কারন আমি উনার ভাইপো হইতো।

ঢাকুরিয়া হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশ নিল প্রাথমিকের পড়ুয়ারা

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদাপাড়া ঢাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৯ জানুয়ারি। এবারের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অংশগ্রহন। ঢাকুরিয়া হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের আহ্বানে এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এলেকার বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যোগ দেয়। এদিন সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জাতীয় ও বিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন, শ্বেত কপোত ওড়ানো এবং মশাল প্রজ্জ্বোলন ও মশাল দৌড়ের মাধ্যমে শুরু হয় ঢাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রতিযোগিতা, শুরুর প্রাক্কালে জাতীয় পতাকা সহ ছাত্রীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান ও যোগাসন প্রদর্শন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তোলে। এদিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সহ সভাপতি গোবিন্দ দাস, শিক্ষা ও ক্রীড়া বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, গাইঘাটা সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক নীলাদ্রি সরকার সমাজ কল্যান আধিকারিক বিশ্বাজিৎ ঘোষ, সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে। পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজল ঘোষ, সদস্য উত্তম লোধ আমন্ত্রিত সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। স্কুলের শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক প্রদানে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা সকলে তাঁদের বক্তব্যে পড়াশুনোর সাথে সাথে খেলা ধূলো ও শরীরচর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। পরিশেষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী বাক্চি আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে প্রতিযোগিতার সার্থকতা কামনা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণের পরিচালনায় আগত প্রাথমিক পড়ুয়াগণ সহ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে অপরাহ্নে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ছোটদের বস্তা দৌড়, মোরগ লড়াই বড়দের হাজার মিটার দৌড়, ছাত্রীদের মিউজিক্যাল চেয়ার ও সকলের জন্য যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

পাচার হওয়া নারীদের পাশে বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, নারী পাচার রোধ সমাজের ইত্যাদি বিষয়গুলি বন্ধ করতে এবং শিশু ও নারীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে চলেছে জেলার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি।

বিশেষ করে বাল্য বিবাহ ও নারী পাচার বন্ধে জেলার বিভিন্ন গ্রামে সংগঠনের সদস্যগন সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করে তুলতে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। সেই সঙ্গে পাচার হওয়া মেয়েদের উদ্ধার করে এনে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এবং তাদের সাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সমাজকর্মীগণ। একাজে কোথাও কোথাও সামাজিক এবং সেই সঙ্গে সরকারী অসহযোগিতা থেকেও বাধার সম্মুখীন হয়ে চলেছে। উদ্ধার হওয়া সেই সমস্ত অসহায় মহিলাদের নানা সমস্যা ও বেদনার কথা তুলে ধরতে তাদের কয়েকজনকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করেছিল সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

গত ১১ জানুয়ারী গাইঘাটা ব্লকের ঠাকুরনগরে বিইউপি'র কার্য্যালয়ে উপস্থিত উদ্ধার হওয়া কয়েকজন নারী তাদের পাচার হওয়ার ঘটনা এবং উদ্ধার হওয়ার পরে সমাজের কুদৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা ও বঞ্চনার কথা সমবেত সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

প্রতিষ্ঠা দিবসে শিশুমেলা ও উৎসব ঢাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৪ জানুয়ারি চাঁদপাড়ার অন্যতম ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের ৭১ তম বর্ষে পদার্পন করে। দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ। এদিন সকালে আয়োজিত মেলা ও উৎসবের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি। ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সাধনা বিশ্বাস, সুষমা মজুমদার, বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজল ঘোষ, সদস্য উত্তম লোধ, রকি সরকার প্রমুখ। আসেন গাইঘাটার নবাগত বিডিও নীলাদ্রি সরকার, প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে সকলকে স্বাগত জানান। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা মাঠ জুড়ে নানা খাবার ও পন্য সামগ্রীর স্টল দেয় ছোটরও বাড়ির অভিভাবকগণকে সাথে নিয়ে পিঠে পুলির দোকান সাজিয়ে বসে। মেলায় খাতা, পেন, ফুল ও ফল গাছের চারা, ফুচকা চপ ছাড়াও নানা হস্তশিল্পের দোকান ও শিশুদের আকর্ষনীয় মিকি মাউসও চোখে পড়ে।

মেলা ও উৎসবের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও পড়ুয়াগণ ও উপস্থিত হন; আসেন গ্রামবসীগণও মেলার সুসজ্জিত অঙ্গন মঞ্চে সমবেত ছাত্র ছাত্রীগণ সংগীত, নৃত্য পরিবেশন করেন। বিদ্যালয় আয়োজিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ এদিন বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ছাত্র ছাত্রীদের মিষ্টি প্রদানে আপ্যায়িত করেন। এদিনের ছিটে ফোঁটা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এলেকার বহু মানুষের উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে।

দিকে দিকে রামচন্দ্রের পুজো ও উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২২ জানুয়ারী শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যায় রামমন্দির স্থাপন ও রামলালার প্রান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সারা দেশ আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্ন মন্দিরে ধর্মপ্রান মানুষজন রামপুজোর আয়োজন করেন। এদিন গাইঘাটার চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ দেবীপুরে প্রণবানন্দ পাঠ চক্র অঙ্গনে রামচন্দ্রের পুজো ও হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। অন্যতম উদ্যোক্তা সমাজসেবি অমর সাহা জানান, পুজো ও যজ্ঞানুষ্ঠানে বহু ধর্মপ্রান মানুষজনের সমাগম ঘটে। পুজো শেষে বহু মানুষ প্রসাদ গ্রহন করেন। এদিন বকচরা গ্রামের পাড়ুইপাড়া মোড়ে স্থানীয় মানুষজন রামচন্দ্রের পুজোর আয়োজন করেন। অপরাহ্নে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী অর্পনা মণ্ডলের নেতৃত্বে ধর্মপ্রান মানুষজনের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলেকা পরিক্রমা করে। চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালিবাড়ি পার্শ্বস্থ রামমন্দিরে অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ-এর উদ্যোগে সমারোহে রামচন্দ্রের পুজো অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদপাড়া বাজারে বিজেপির জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক চন্দ্রকান্ত দাসের নেতৃত্বে দলীয় কার্যালয়ে রামপুজো অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের অনুগামী প্রবীর রায়, বাপী সেনগুপ্ত, প্রণব সরকার ও সঞ্জীব দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পুজো শেষে যশোর রোডে পথচলতি মানুষজনের মধ্যে রাম পুজোর প্রসাদ বিতরণ করেন। ঠাকুরনগর স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে জাতীয় জনতা পার্টির নেতা-কর্মীগন মহাসমারোহে রামচন্দ্রের পুজো করেন। অপরাহ্নে পুজোর প্রসাদ বিতরন করা হয়। ঠাকুরনগরের গাঁতী গ্রামের দুর্গা মন্দিরে সাড়ম্বরে রামচন্দ্রের পুজো হয়। পুজোয় স্থানীয় সাংসদ ও মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও বিধায়ক মতুয়া গুরু সুব্রত ঠাকুর ও উপস্থিত ছিলেন। ঢাকুরিয়ার হাই স্কুল মোড়ে স্থানীয় বিজেপি কর্মীগন রাম পুজো ও সন্ধ্যায় প্রসাদ বিতরন সম্পন্ন করেন। ঢাকুরিয়া চৌমাথার হনুমান মন্দিরে অনুষ্ঠিত রামচন্দ্রের পুজোয় বহু ভক্তের সমাগম ঘটে।

ভারতী স্কুলে হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর নাট্য শালা

নীরেশে ভৌমিকঃ অশোকনগরের ভারতী বালিকা বিদ্যামন্দিরে গত ৫ জানুয়ারি এক নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে শ্রীনগর হাবড়ার নাট্য মিলন গোষ্ঠী। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় আয়োজিত কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৫৩ জন পড়ুয়া অংশ গ্রহন করে। কর্মশালায় নাট্যদলের পরিচালক দিলীপ ঘোষ ছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্বচ্ছভারত অভিযানে অংশ নেন। অতঃপর ছাত্রজীবনে নাট্যচর্চার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে নাট্যব্যক্তিত্ব দিলীপ বাবু। সকল প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীনিগণকে হাতে কলমে অনুশীলন করান।

কর্মশালাকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সংস্থার সদস্য মলয় বিশ্বাস, বিউটি সর্দার, মাধুরী ঘোষ, অজয় সর্দার, আকাশ বণিক, বাপীদাস প্রমুখ, উপস্থিত ছাত্রীরা কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহিত ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীনিগণের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণও কর্মশালার প্রশংসা করেন। এধরনের কর্মশালা পড়ুয়াদের জীবনে চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠবে বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা চক্রবর্তী মন্তব্য করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামীদিনে বিদ্যালয়ের এধরনের আরো কর্মশালা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 ☎ - 9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**